ব্যবহার প্রণালী পুস্তিকা

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু' আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র (জাল্লা জালালুহু) জন্য যে তিনি আমাদের আদাম-সন্তান হিসেবে, মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। এটা একটি বিশাল নিয়ামাত কারণ তিনি সবকিছুই আমাদের অধীন করেছেন। আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লা) পৃথিবীর বুকে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকারের জন্য। মানুষের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিৎ, তাদের উনার প্রশংসা করা উচিৎ। মানুষের অভিযোগ করা উচিৎ নয়। আল্লাহ (জাঃজাঃ) সবকিছু সৃষ্টি করেছেন সমতা রক্ষা করেঃ “কুল্লু শাইয়িন বি মিযান।”

মানুষেরা পৃথিবীতে নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী কিছু জিনিস বিনষ্ট করে ফেলেছে এবং কিছু প্রানীকে বিলুপ্ত করে ফেলেছে। যখন নিজের মাথা ব্যবহার করে তারা কিছু কাজ করেছে তখন তারা সেই ভারসাম্য নষ্ট করেছে। আল্লাহ (জাঃজাঃ) সবকিছুই সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন, সবকিছুই তার জায়গা অনুযায়ী ঠিক আছে। আল্লাহ (জাঃজাঃ) সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যেন মানবজাতি তা ব্যবহার করতে পারে অপচয় না করে, কিন্তু মানবজাতি তার মূল্য বুঝেনি। এরকম যখন অবস্থা তখন দোষ মানবজাতির, ভূল এবং খুঁত মানবজাতির।

যখন কোন যন্ত্র কেনা হয় তখন তা আসে ব্যবহারের নির্দেশাবলীর সাথে। আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লা) মানবজাতিকে বলেছেন কিভাবে এই পৃথিবী ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ (জাঃজাঃ) সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন যে কিভাবে এই বিশ্বকে ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু মানবজাতি তার দিকে তাকায়ও নি। অনেকে আবার সেটা ছিড়ে ফেলে দিয়েছে। কিছু মানুষ তার দিকে তাকিয়েছে কিন্তু বেশীর ভাগ মানুষই বিশ্বকে ধবংস করে ফেলেছে সেই নির্দেশনা না দেখে। তারা যেই ডালে বসেছে সেই ডালই কেটেছে আর অন্যদেরকে দোষ দিয়েছে।

কক্ষনো অন্যকে দোষ দিও না। আল্লাহ (জাঃজাঃ) সবচেয়ে সুন্দর করে এবং সর্বোৎকৃষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন। তোমরাই নিজেদের নাফসকে অনুসরণ করেছ, শয়তানের অনুসরণ করেছ। তোমরাই এই সুন্দর জিনিসটি ধবংস করেছ, আল্লাহ্‌র সৃষ্ট এই সুন্দর বিশ্ব।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

এই জন্যই প্রতিটি কাজ আমাদের সাবধানে করতে হবে। এই পৃথিবী যদিও চিরস্থায়ী নয় তবুও ভবিষ্যত প্রজন্মগুলোর জন্য, তোমাদের পরে আসা মানুষদের জন্য তোমাদের ভালো কিছু রেখে যেতে হবে। অবশ্যই আল্লাহ (জাঃজাঃ) বলেন যে মানুষের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তাদের আখিরাত গঠন করা।

তোমরা পৃথিবীকে নষ্ট করে ফেলেছ, তোমাদের আখিরাতকেও নষ্ট কোরোনা। আল্লাহর (জাঃজাঃ) আদেশসমূহ মান্য না করলে আমরা কি অবস্থায় পড়তে পারি তার একটি উদাহরণ তিনি আমাদের দেখাচ্ছেন। দুনিয়া আসবে আর যাবে, কিন্তু মানুষ যেন তাদের আখিরাত না হারায় এবং তারা যেন তাদের আখিরাত তৈরী করে। এটাই গুরুত্বপূর্ণ। তবুও যদি তুমি এমন কিছু কর যা পৃথিবীর জন্য ভালো নয়, তার প্রতিফলন দেখা যাবে তোমার আখিরাতে এবং আখিরাতে তোমাকে তার জন্য প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে, “এটা তুমি কেন করেছ? তুমি এই স্বেচ্ছাচারিতা কেন করেছ? তুমি কেন এটা নষ্ট করেছ? তুমি কেন তোমার পরে আসা মানুষদের জন্য খারাপ জিনিস রেখে গেছ?”

আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেন, “চলার পথ থেকে একটি পাথর সরিয়ে পাশে রাখাও সাদাকা।“ “প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে পরিষ্কার পানি নোংরা করা একটি গুনাহ।“ এই দুটি হাদিসই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এই ব্যাপারটি কত গুরুত্বপূর্ণ! এই ব্যাপারটি দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়ের সাথেই সম্পৃক্ত। যেসব মানুষেরা ভূল করেছে তাদের তাওবা করা উচিৎ এবং এখন থেকে আরও সাবধান হওয়া উচিৎ।

তোমাদের এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়নি অপচয় করার জন্য, আঘাত করা ও ধবংস করা বা যা খুশী তা করার জন্য। এই পৃথিবী একটি আমানাত, পরবর্তীতে আসন্ন মানুষদেরও তা উপকারে আসতে হবে। যদি তুমি মানুষের জন্য ভালো কিছু করে যাও তবে তার পুরস্কার তোমার কাছে আসতে থাকবে অন্তহীন সাদাকা হিসেবে কিয়ামাত পর্যন্ত। আল্লাহ (জাঃজাঃ) মানুষের জন্য ভালো কাজ করা সহজ করে দিন। এটা সহজ নয়। আল্লাহ (জাঃজাঃ) যেন আমাদের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত না করেন।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল

১৭ জানুয়ারী ২০১৬ / ৭ রাবিউল আখির ১৪৩৭

আকবাবা দারগাহ, ফাজর নামায।